ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ
তথ্য ,সংস্কৃতি ও পর্যটন
খুমুলুঙ ,পশ্চিম ত্রিপুরা ।

==================================

এডিসি।স-৬৮

চন্দ্রধন পাড়ায় এডিসির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক কর্মশালা সমাপ্ত

খুমুলুঙ, ১৭।২।২০১০ইং

গতকাল মান্দাই ব্লক এলাকার চন্দ্রধন পাড়ায় স্থানীয় শিবনগর কমিউনিটি হলে ১০ দিন ব্যাপী এডিসির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে । সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এডিসির তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীরাধাচরণ দেববর্মা বলেন নিজস্ব সংস্কৃতিকে জিইয়ে রাখতে বিভিন্ন এলাকায় সাংস্কৃতিক কর্মশালা করা হচ্ছে । শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়নে সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে শ্রীদেববর্মা আহ্বান রাখেন । কর্মশালার বিষয়ে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে এডিসির সিনিয়র সাংস্কৃতিক সংগঠক শ্রীরুহি দেববর্মা জানান চলতি আর্থিক বছরে ৪০টি সাংস্কৃতিক কর্মশালার মধ্যে ৩৪টি সম্পন্ন করা হয়েছে ।

সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীরাধাকৃষ্ণ দেববর্মা । স্বাগত ভাষণ রাখেন কর্মশালা কমিটির আহবায়ক শ্রীসুনীল দেববর্মা । এই কর্মশালায় মামিতা ,লেবাং বুমানি নৃত্য পরিবেশিত হয় । পরিশেষে কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের হাতে এডিসির পক্ষ থেকে বাদ্যযন্ত্র দেওয়া হয় । উল্লেখ্য এই কর্মশালা গত ৬ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়েছিল ।

এডিসি।স-৬৯

বাইজালবাড়ী কমিউনিটি হল উদ্বোধন এবং ইছালিছড়া বক্স কালভার্টের শিলান্যাস করলেন-রণজিৎ দেববর্মা

খুমুলুঙ, ১৭।২।২০১০ইং

খোয়াইর বাইজালবাড়ী সাব জোন অন্তর্গত হাতকাটা-রতনপুর হয়ে বাইজালবাড়ী ভায়া মোদীবাড়ী রাস্তা ইছালিছড়ার উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণের শিলান্যাস এবং বাইজালবাড়ী বাজারের কমিউনিটি হলের নব নির্মিত পাকা বাড়ীর দ্বারোদঘাটন করেন মুখ্য নির্বাহী সদস্য শ্রীরণজিৎ দেববর্মা । বাইজালবাড়ী কমিউনিটি গৃহের সামনে আয়োজিত সভায় ধন্যবাদ ভাষণ রাখেন পূর্ত দপ্তরের খোয়াই শাখার মুখ্য বাস্তুকার । প্রধান অতিথি তথা পদ্মবিল ব্লকের চেয়ারম্যান বিধায়ক শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা । প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীসতীশ দেববর্মা সভাপতির আসনে উপস্থিত ছিলেন । ইছালিছড়ার উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণে ৪৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৬৭ টাকা ব্যয় হবে । কমিউনিটি হলটি নির্মাণ করতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৫২ টাকা খরচ হয় ।

উদ্বোধক তথা মুখ্য নির্বাহী সদস্য শ্রীরণজিৎ দেববর্মা উন্নয়নের কাজকে তরান্বিত করতে তৃণমূল পর্যায় থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন ।

পৃ-২

সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তবেই গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন দ্রুত এগিয়ে নেয়া সম্ভব । গ্রামীণ পরিকল্পনা রূপায়ন করার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা জরুরি । রাজ্য এবং এডিসি প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে দুরবর্তী গ্রামে উন্নয়ন পৌছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে । উন্নয়নকে তরান্বিত করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি । বেকারদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । স্বনির্ভর করে তোলার জন্য রাজ্য সরকার ও এডিসি প্রশাসন বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে । তিনি পুনরায় আহ্বান জানান বৈরী কার্যকলাপে যুক্ত বিভ্রান্ত যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার । স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে উন্নয়নের কাজে সামিল হন । সভায় স্বাস্থ্য দপ্তর ৩০০ জন দু:স্থ নাগরিকের মধ্যে বিনামূল্যে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক মশারী বিতরণ করা হয় ।